দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 JAN 1981
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৩

৩৩৪

সচিবদের সভায় মূল্যায়ন ঃ ১৯৭৬ সালের কার্যবিধি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না

নয়া সচিবালয় কার্যবিধি খসড়া ॥ দু'সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

॥ আবুল কাশেম ॥

প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন সচিবালয় কার্যবিধির খসড়া প্রণীত হয়েছে।

এ খসড়া কার্যবিধি অনুসারে যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দু'সপ্তাহের মধ্যে গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হবে। বিশেষ কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তা জানিয়ে দিতে হবে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাহবুবুজ্জামানের সভাপতিত্বে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সভায় নয়া খসড়া কার্যবিধি এবং বর্তমানে কার্যকর ১৯৭৬ সালের সচিবালয় কার্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

নয়া কার্যবিধিতে সচিব থেকে শুরু করে সহকারী সচিব পর্যন্ত সকলের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। সকল অফিসার নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে কার্য সম্পাদন করবেন। কোন সংস্থার প্রধান থেকে পত্র পাওয়া গেলে তা যুগ্ম-সচিবের নীচের কোন অফিসার পরীক্ষা করবেন না। অন্যান্য ক্ষেত্রে উপ-সচিবগণ বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা করতে পারবেন।

সচিবগণ প্রতি সপ্তাহের শেষে বিবেচনাধীন বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সভা করবেন। উপ-সচিবগণ সচিবদের সঙ্গে আলোচনা জন্য সাক্ষাৎ করতে পারবেন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সম্পর্কিত বিবেচনাধীন বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রী পরিষদ সচিব প্রতিমাসে সচিবদের নিয়ে সভায় মিলিত হবেন। বিবেচনাধীন বিষয়গুলো তালিকা সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের মধ্যে বিলি করা এবং মন্ত্রী পরিষদ সচিবকে তার কপি দেয়া হবে।

বিভিন্ন পরিদপ্তর ও স্বায়শাসিত সংস্থাকে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হবে। তাদের হাতে পূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা ও দেয়া হবে।

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নয়া সচিবালয় কার্যবিধি

(১ম পাতার পর)

সচিবদের সভায় লক্ষ্য করা গেছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ১৯৭৬ সালের সচিবালয় কার্যবিধি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। এ কার্যবিধিতে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু তা মানা হচ্ছে না।

এক মাসের বেশী সময় ধরে যেসব বিষয় পড়ে রয়েছে, সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবদের মাসে অন্তত একবার সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাকে নিয়ে সভা করার বিধান উক্ত কার্যবিধিতে রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মাসের পর মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও বিবেচনাধীন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাসিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান করার বিধান ১৯৭৬ সালের কার্যবিধিতে রয়েছে। কিন্তু গত ৯ বছরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোন আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করা হয়নি। এ সময়ে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ একাধিক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিবেচনাধীন বিষয়ের কোন তালিকাও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়নি।